তারিখ ... 19 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকতা ও প্রশিক্ষণ

বিশ্ববিদ্যালয়

মো. আসাদুল্লাহ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

একটি জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। দারিদ্র্য বিমোচন, স্বনির্ভর জাতি গঠন ও সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষাই প্রধান অবলম্বন। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান সঞ্চারণ, নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সে দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি সফল না হলেও তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অগ্রযাত্রা শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে– সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর হলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা। একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে অবাধ বুদ্ধিচর্চা, মননশীলতা, নিরলস জ্ঞানচর্চা ও জাতীয় জীবনে সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পেয়ে থাকে। নিরলস জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানসাধনায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সংস্পর্শে এসে জীবনকে আলোকিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিরা শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত আছেন। তারা তাদের সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছেন। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত; দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে উচ্চশিক্ষা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন, দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। তাই শিক্ষকের গুণগত মান নিশ্চিত করতে একদিকে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ করা, অন্যদিকে চাহিদাভিত্তিক যুগোপযোগী পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন। শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ঘাটতি বিদ্যমান থাকায় নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, বিশেষ করে তরুণ শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, গবেষণার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, মৌলিক গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, শিক্ষকদের গবেষণায় অংশগ্রহণ, উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গমনে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নিশ্চিতকরণসহ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

প্রাথমিকভাবে ভাগ করলে শিক্ষকদের মূলত তিন ধরনের কাজ করতে হয়। এক, পাঠ দান করা; দুই, গবেষণা করা; তিন, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা। প্রথম দুই ধরনের কাজ সব শিক্ষককেই করতে হয়। শেষ কাজটিও ক্ষেত্রবিশেষে কম-বেশি সব শিক্ষককেই পালন করতে হয়। কিন্তু কোনো কাজের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এমন বহু শিক্ষক পাওয়া যাবে যিনি হয়তো কখনও নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনটি পড়ে দেখেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিবিধি সম্পর্কেও কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তিনি জানেন না তার দায়িত্ব বা কর্তৃত্ব কতটুকু? বিশ্ববিদ্যালয় মূলত শিক্ষকপ্রধান একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে শিক্ষকরাই জাতীয় সংসদ প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আলোকেই নীতিমালা, বিধিবিধান প্রণয়ন করেন। কাজেই শিক্ষকরা যেহেতু পাঠদান আর গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, তাদের সবকিছু না জানার কারণে প্রশাসনিক কাজে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন– সেটা বলা যাবে না। যতই অস্বীকার করি না কেন; দিন শেষে এটা মনে রাখা জরুরি যে, বিশ্ববিদ্যালয় একটি আইন-সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। এর আইনি কাঠামো আছে, সুনির্দিষ্ট অর্গানোগ্রাম আছে; কার্যালয়, কর্মসময়, চাকরিবিধি– সবই আছে। এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। তাহলে জানি না বা জানতে চাই না বলে দায়িত্ব এড়ানো কি সম্ভব? কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধরনের অবহেলা কাম্য নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শিক্ষা ও প্রশাসন সংক্রান্ত তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে পদোন্নতির নিয়ম-নীতি আলাদা। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা মিল পাওয়া যায়।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুযায়ী, একাডেমিক বিভাগগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ শিক্ষা ও গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়। আইনানুযায়ী একাডেমিক বিভাগগুলোতে বিভিন্ন কমিটি থাকে। কোন কমিটির এখতিয়ার কতটুকু, তা জানা বিভাগীয় সভাপতিদের জন্য অতীব প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক সমস্যার কথা শোনা যায়। যদি স্কুল-শিক্ষক ও কলেজ-শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে না কেন? তাই শিক্ষার মানোন্নয়ন বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। আর শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্বটি নিতে হবে মঞ্জুরি কমিশনকে। সে জন্য 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ একাডেমি' গঠন করা সময়ের দাবি। এর দায়িত্ব হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রথমে এটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য; আস্তে আস্তে অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য করা যেতে পারে। এখানে তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতিকরণ, বিষয়বস্তু উপস্থাপনার কৌশল, গবেষণার নিয়মকানুন সম্পর্কে ধারণাসহ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এটা হতে হবে ধাপে ধাপে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক, দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা প্রশিক্ষক হিসেবে থাকবেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নিজ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন, প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন, প্রশিক্ষক নির্বাচন, প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে পারে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের উদ্যোগে এ ধরনের একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। নিঃসন্দেহে এটি ভালো উদ্যোগ। এ ধরনের উদ্যোগ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ুক– এটাই প্রত্যাশা।

ashadullah.bd@gmail.com